প্রথম আলো

তারিখ 05 MAY 2016
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

শিক্ষা আইনের খসড়া

পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে

সরকার শিক্ষা আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নাগরিকদের মতামত আহ্বান করেছিল। প্রায় ৩০০ মতামত জমা পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, মত প্রদানকারীদের অধিকাংশই প্রাইভেট টিউশন, কোচিং, নোটবই, গাইডবই ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসব ক্ষতিকর চর্চা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার পক্ষে যে প্রবল জনমত রয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এই জনমতের প্রতিফলন শিক্ষা আইনের খসড়ায় রয়েছে। কেউ প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং করালে তাঁর ন্যূনতম ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা দুই লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে মানসিক ও শারীরিক শাস্তি দিলে শাস্তিদাতা ব্যক্তির ন্যূনতম তিন মাসের কারাদণ্ড অথবা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হবে। নোটবই, গাইডবই ইত্যাদি প্রকাশ ও বিপণনের ক্ষেত্রেও কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই আইন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করবে। দ্বিতীয়ত, এই খসড়ায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষাকে একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আমরা এটা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত করায় অঙ্গীকারবদ্ধ। খসড়াটি চূড়ান্ত করার সময় এটা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

আইন প্রণয়ন করা একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। তারপর থাকে আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কাজ। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতিকর চর্চাগুলো বন্ধ করতে হলে এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে গৌণ বিষয়ে পরিণত করেছে। নোটবই, গাইডবই ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মূল পাঠ্যবইয়ের প্রতি বিমুখ করেছে। এগুলো চিরতরে বন্ধ করতে শিক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা প্রত্যাশিত।